

আল-ইসরা (বনী-ইসরাঈল) | Al-Isra (Bani-Israil) | الْإِسْرَاءُ (بَنِي إِسْرَائِيلَ)

আয়াতঃ ১৭ : ৫৪

আরবি মূল আয়াত:

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۚ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾

অনুবাদসমূহ:

তোমাদের রব তোমাদের সম্পর্কে অধিক অবগত। তিনি যদি চান তোমাদের প্রতি রহম করবেন অথবা যদি চান তবে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন; আমি তোমাকে তাদের কর্মবিধায়ক করে প্রেরণ করিনি। — আল-বায়ান

তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে খুব ভাল ক’রেই জানেন। তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন, আর ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন; আমি তোমাকে (হে নাবী!) তাদের কাজকর্মের জন্য দায়িত্বশীল করে পাঠাইনি। — তাইসিরুল

তোমাদের রাব্ব তোমাদেরকে ভালভাবে জানেন; ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন; আমি তোমাকে তাদের অভিভাবক করে পাঠাইনি। — মুজিবুর রহমান

Your Lord is most knowing of you. If He wills, He will have mercy upon you; or if He wills, He will punish you. And We have not sent you, [O Muhammad], over them as a manager. — Sahih International

৫৪. তোমাদের রব তোমাদের সম্পর্কে অধিক অবগত। ইচ্ছে করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন অথবা ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন;(১) আর আমরা আপনাকে তাদের কর্মবিধায়ক করে পাঠায়নি।(২)

১. অর্থাৎ হেদায়াতের বিষয়টি কারও হাতে নেই। এ বিষয়টির ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। তিনিই সকল মানুষের ভিতর-বাহির এবং বর্তমান-ভবিষ্যত জানেন। কার প্রতি অনুগ্রহ করতে হবে এবং তাকে তাঁর আনুগত্যের দিকে নিয়ে আসতে হবে এটা তিনিই ভাল জানেন। আর কে এ অনুগ্রহের হকদার নয় এটাও তিনি ভাল জানেন। [ইবন কাসীর]

২. অর্থাৎ তাদের উপর আপনাকে যবরদস্তিকারী হিসেবে পাঠাইনি যে আপনি তাদেরকে জোর করে ঈমানদার বানিয়ে ছাড়বেন। তাদের জন্য আপনাকে ‘বাসীর’ বা সুসংবাদপ্রদানকারী এবং ‘নায়ীর’ হিসেবেই পাঠিয়েছি। তারপর যদি কেউ আপনার আনুগত্য করে তবে সে জান্নাতে যাবে আর যদি অবাধ্য হয় তবে জাহান্নামে যাবে। [ইবন কাসীর] এ অর্থে কুরআনের অন্যান্য স্থানে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। [যেমন, সূরা আল-আনআমঃ ১০৭,

আয-যুমারঃ ৪১, আস-শূরাঃ ৬, কাফঃ ৪৫]

তাফসীরে জাকারিয়া

(৫৪) তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ভালোভাবে জানেন; ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন এবং ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন। [1] আর আমি তোমাকে তাদের উপর দায়িত্বশীল করে পাঠাইনি। [2]

[1] যদি সম্বোধন মুশরিকদেরকে করা হয়ে থাকে, তবে ‘দয়া করা’র অর্থ হবে, ইসলাম গ্রহণের তওফীক দান। আর শাস্তি বলতে, মৃত্যু শিরকের উপর হওয়া, যার কারণে মানুষ শাস্তিযোগ্য গণ্য হয়। আর যদি সম্বোধন মু’মিনদের করা হয়ে থাকে, তাহলে ‘দয়া করা’র অর্থ হবে, তিনি কাফেরদের থেকে তোমাদেরকে হিফায়ত করবেন। আর শাস্তি দেওয়ার অর্থ হবে, কাফেরদেরকে মুসলিমদের উপর বিজয় ও আধিপত্য দান করা।

[2] যাতে তুমি তাদেরকে অবশ্যই কুফরীর পক্ষিলতা থেকে বের করবে অথবা তাদের কুফরীর উপর অটল থাকার ফলে সে ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — <https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=2083>

হাদিসবিভিন্ন প্রজেক্টে অনুদান দিন